সমকাল

রঙে রঙিন সবজির মেলা

২৫ জানুয়ারি ২০১৯

সমকাল প্রতিবেদক

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন ২২০ গ্রাম সবজির প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে ১১৫ গ্রাম। প্রতিদিন ঘাটতি থাকছে প্রায় ১০০ গ্রাম সবজি। এ ঘাটতি মেটাতে সবজি উৎপাদন বাড়াতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী জাতীয় সবজি মেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শুধু সবজি উৎপাদন বাড়ালেই হবে না, উৎপাদিত সবজি নিরাপদও হতে হবে। মানুষ এখন অনেক সচেতন। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সবজি রাখে। কারণ আমিষের সঙ্গে সবজিরও প্রয়োজন রয়েছে।

সবজি মেলার প্রবেশমুখেই ক্রেতা-দর্শনার্থীর চোখে পড়বে মাথার ওপর ঝুলন্ত লাউ। চারপাশে ছড়াছড়ি সবজির সঙ্গে সবজি চাষের নিয়ম-কানুন, মডেলসহ নানা বিষয়ের দারুণ সব উপস্থাপনা। ভেতরে নৌকার আদলে তৈরি করা হয়েছে সবজির স্তূপ। টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, ক্যাপসিক্যাম, গাজর, লালশাক, লঙ্কা মটরশুঁটি, পেঁয়াজপাতাসহ শীতকালীন নানা সবজির বাহারে

আলোকিত চারদিক। শাকসবজিকে যারা তিন বেলাই আহার্য বলে মনে করেন, তাদের ভিড় জমেছে টাটকা সবজির এ মেলায়। গতকাল সকালে শোভাযাত্রার মাধ্যমে মেলার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ মেলা চলবে আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত। মেলায় স্থান পেয়েছে ৭১টি স্টল ও পাঁচটি প্যাভিলিয়ন। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত জাতীয় সবজি মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনের আহ্বান জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকার কৃষিতে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। কিন্তু কৃষিবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এখনও কাঙ্ক্ষিত ফল আসছে না। মানুষ কৃষিবিজ্ঞানীদের কাছে নতুন উদ্ভাবনী দেখতে চায়। তিনি বলেন, এখন উৎপাদন প্রতিবছর বাড়ছে। তাই বাংলাদেশ খাদ্যপণ্য বিদেশে রফতানি করছে। রফতানির পরিমাণ আরও বাড়াতে হলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। এ জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, বর্তমানে দেশে কোনো ঘাটতি নেই। তবে কিছু সমস্যার কারণে এখনও প্রচুর পরিমাণ খাদ্য রফতানি করা যাচ্ছে না। ৮০ লাখ টন আলুর চাহিদা থাকলেও দেশে এক কোটি ১০ লাখ টন আলু উৎপাদন হয়েছিল। ৩০ লাখ টন আলু উদ্বৃত্ত ছিল। তবু রফতানি করা সম্ভব হয়নি। রফতানিজনিত এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। মন্ত্রী বলেন, কৃষকরা উৎপাদনের প্রকৃত মূল্য পান না। তাদের প্রকৃত শ্রমের মূল্য দিতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান অনেক। জিডিপিতে কৃষি খাত ১৪-১৫ শতাংশ জোগান দেয়। আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে। নিজেদের নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এখন আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

সবজি মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, আগামীতে কৃষিতে স্লোগান হবে 'নিরাপদ সবজি করব চাষ, রফতানি করব বারো মাস'। তিনি বলেন, দেশের ৪২ শতাংশ মানৃষ কৃষির সঙ্গে জড়িত। এ কৃষকদের উৎপাদিত ৩৪ শতাংশ সবজিই নষ্ট হয়ে যায়। এ নষ্টের হার ১০ শতাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হলে আরও বেশি সবজি বিদেশে রফতানি করা যাবে। বর্তমানে ৬৯০ মিলিয়ন ডলার সবজি বিদেশে রফতানি করা হয়। এটা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কৃষিবিদ আবদুল মান্নান বলেন, দিন দিন ফসলের জমি কমে যাচ্ছে; কিন্তু খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। তাই ফলন বাড়াতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। নতুন নতুন বীজ উৎপাদন করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান বলেন, বর্তমানে ৪০২ হাজার টন সবজি রফতানি করছি। সবজির মাধ্যমে পুষ্টিহীনতা রোধ করা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউশনের পরিচালক অধ্যাপক গোলাম মোর্শেদ আবদুল হালিম। তিনি বলেন, ছাদে সবজি চাষ এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। এখান থেকে নিরাপদ সবজি পাওয়া যায়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. কবির একরামুল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অমিতাভ দাস প্রমুখ।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com

রাজধানীতে তিন দিনব্যাপী সবজি মেলা শুরু

সবজির জাত উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীদের দায়িত্বে ঘাটতি আছে : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, হাইব্রিড বীজসহ নানা সীমাবদ্ধতার কারণে সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। কেননা ভূট্টার জন্য বাংলাদেশের আবহাওয়া অনুকূল। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনীয় হাইব্রিড বীজের চাহিদা এখনো আমদানি করেই মেটাতে হয়। একটি বা দুটি ছাড়া আমাদের বিজ্ঞানীরা আর কোনো হাইব্রিড বীজ আবিষ্কার করতে পারেননি। কেন তারা হাইব্রিড জাতের বীজ আবিষ্কার করতে পারছেন না, তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। টাকার অভাব নেই, তবুও বিজ্ঞানীরা কেন পারছেন না? ভালো জাত দিতে পারলে রফতানি বহুমুখীকরণে কৃষি খাত সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

গতকাল রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটোরিয়ামে জাতীয় সবজি মেলা উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ও সংসদ সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. নাসির‍ুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে নির্ধারিত 'পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বছরব্যাপী নিরাপদ সবজি চাষ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. গোলাম মোর্শেদ আব্দুল হালিম। আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য ড. এম এ সাত্তার মন্ডল, হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনজুরুল হান্নান ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. আব্দুল জলিল ভূঞা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হক।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, জনগণের জন্য পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। সম্ভাবনা থাকলেও দেশের অভ্যন্তরে কাঙ্ক্ষিত কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ও রফতানি বাড়াতে পারলে দেশের বাজারও সম্প্রসারণ হবে। কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দাম পাবে। আরো বাড়বে কৃষি উৎপাদন। নিশ্চিত হবে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের জোগান।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, বিগত ১০ বছরে কৃষিক্ষেত্রে হয়েছে বিপ্লব। দেশে খাদ্যের অভাব নেই। এ কৃতিত্ব কৃষক, কৃষিবিদ ও কৃষি বিজ্ঞানীদের। দেশে উৎপাদিত ফসলের ২৫-৪০ ভাগ সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে নষ্ট হয়। এ ক্ষতির ১০ ভাগও যদি কমানো যায়, তাহলে দেশের খাদ্যভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হবে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশের কৃষিসংশ্লিষ্টরা এ দায়িত্ব পালন করবে। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, আমি আরেকবার সবজি মেলায় আসব, আর তখন মেলার প্রতিপাদ্য বদলে হবে 'নিরাপদ সবজি করব চাষ, রফতানি করব বার মাস'।

এর আগে কৃষিমন্ত্রী কেআইবি চত্বরে তিন দিনব্যাপী জাতীয় সবজি মেলা ২০১৯-এর উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি মেলার বিভিন্ন স্টল ও প্যাভিলিয়ন ঘুরে দেখেন। মেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৭১টি স্টল ও পাঁচটি প্যাভিলিয়ন অংশ নিচ্ছে। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য মেলা উন্মুক্ত থাকছে। মেলা চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। 'নিরাপদ সবজি করব চাষ, পুষ্টি মিলবে বার মাস' প্রতিপাদ্যে চতুর্থবারের মতো এ মেলার আয়োজন করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২৪ জানুয়ারি, ২০১৯ ২২:৩৯

সবজি মেলা ২০১৯

শিম-টমেটোতে জাতীয় পতাকার প্রতিচ্ছবি

রাজধানীর খামারবাড়ীর ‘কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ’ (কেআইবি) চত্বরে গতকাল শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী সবজি মেলা ছবি : কালের কণ্ঠ

রাজধানীর খামারবাড়ীর ‘কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ’ (কেআইবি) চত্বরে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী সবজি মেলা। নানা জাতের সবজির সমাহার ঘটেছে এ মেলায়।কিছু সবজি এমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে, যা সহজেই নজর কাড়ছে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের। সবুজ শিম ও লাল টমেটো দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জাতীয় পতাকার প্রতিচ্ছবি। এ ছাড়া সবজি দিয়ে বানানো হয়েছে নৌকা, তৈরি করা হয়েছে বিমানও।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেলার উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক।‘নিরাপদ সবজি করব চাষ, পুষ্টি মিলবে বারো মাস’ প্রতিপাদ্যে চতুর্থবারের মতো এ মেলার আয়োজক কৃষি মন্ত্রণালয়। উদ্বোধনের পর কেআইবি মিলনায়তনে হয়েছে এ বিষয়ক সেমিনার।তাতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী।বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।কৃষিমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের জন্য এখন দুটি চ্যালেঞ্জ। জনগণের জন্য পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা।

টিপু মুনশি বলেন, ‘দেশে খাদ্যের অভাব নেই।এ কৃতিত্ব কৃষক, কৃষিবিদ ও কৃষিবিজ্ঞানীদের।দেশে উৎপাদিত ফসলের ২৫-৪০ ভাগ সংগ্রোহ-উত্তর পর্যায়ে নষ্ট হয়।এ ক্ষতির ১০ ভাগও যদি কমানো যায়, তাহলে দেশের খাদ্যভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হবে।আমি বিশ্বাস করি, আমাদের কৃষি সংশ্লিষ্ট এ দায়িত্ব পালন করবে।

সেমিনারে অন্যদের মধ্যে সংসদ সদস্য ও কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. নাসিরুজ্জামান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. গোলাম মোর্শেদ আব্দুল হালিম, বাংলাদেশ কৃষি

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হক প্রমুখ বক্তব্য দেন।

উল্লেখ্য, এবারের মেলায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৭১টি স্টল ও পাঁচটি প্যাভিলিয়ন স্থান পেয়েছে।সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য মেলা উন্মুক্ত থাকছে।মেলা চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭।E-mail : info@kalerkantho.com

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে ॥ কৃষিমন্ত্রী

প্রকাশিত: ২৫ - জানুয়ারী, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিজ্ঞানীদের আরও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্ভাবনের আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেছেন, 'সরকার কৃষিতে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু কৃষিবিজ্ঞানীরা তাদের কাজ সঠিকভাবে করছেন না।আমি কৃষি বিজ্ঞানীদের কাছে নতুন উদ্ভাবনী দেখতে চাই।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফার্মগেটে কেআইবি চত্বরে জাতীয় সবজি মেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, এখন আমাদের উৎপাদন প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।তাই আমরা খাদ্য পণ্য বিদেশে রফতানি করতে পারছি।কিন্তু রফতানির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করতে হলে এই মাটিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে।এজন্য কৃষি মন্ত্রণালয় আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।যাতে আমরা নিজেদের খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে কৃষি পণ্য রফতানি করতে পারি।

তিনি বলেন, এই দেশে আগে খাদ্যের সমস্যা ছিল।মানুষ না খেয়ে মারা যেত।এখন আর কেউ না খেয়ে থাকে না।আমরা প্রচুর খাদ্য উৎপাদন করছি।মন্ত্রী বলেন, এই সরকার কৃষিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে।তাই প্রধানমন্ত্রী কৃষিতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছেন।এই দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, ২০১১ সালে আমাদের খাদ্য ঘাটতি হয়েছিল।তাই আমরা ৫০ লাখ টন খাদ্য আমদানি করেছিলাম।কিন্তু বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে দেশে কোন ঘাটতি নেই।আমাদের কিছু সমস্যার কারণে আমরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য রফতানি করতে পারছি না। এই সমস্যাগুলো সবাইকে নিয়ে সমাধান করতে হবে।শুধুমাত্র কৃষি মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না।

মন্ত্রী আরও বলেন, আমরা ১ কোটি ১০ লাখ টন আলু উৎপাদন করেছি।৮০ লাখ টন আমাদের আলু চাহিদা।৩০ লাখ টন আলু উদ্ধৃত ছিল, কিন্তু তাও আমরা আলু রফতানি করতে পারি নাই।এসব সমস্যা এখনি আমাদের সমাধান করতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের বড় বড় পোশাক ব্যবসায়ীরা বিদেশে পোশাক রফতানি করে প্রচুর মার্কিন ডলার আয় করছে।ওই মার্কিন ডলার দিয়ে তারা বিদেশে বাড়ি-গাড়ি ক্রয় করছে। এতে করে আমাদের দেশে অনেক আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। তাই অর্থ পাচার রুখতে আমাদের নতুন আইনের কথা ভাবতে হবে।

কৃষকদের সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, কৃষকরা উৎপাদনের প্রকৃত মূল্য পায় না।তাই দিন-দিন কৃষকের হার কমে যাচ্ছে।কৃষকদের এই হতাশা আমাদের দূর করতে হবে।কৃষকদের প্রকৃত শ্রমের মূল্য আমাদের দিতে হবে।

সবজি সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন ২২০ গ্রাম সবজির প্রয়োজন।কিন্তু বর্তমানে আমরা ১১৫ গ্রাম পাই। প্রতিদিন প্রায় ১০০ গ্রাম সবজি ঘাটতি থেকে যায়।এই ঘাটতি মেটাতে সবজি উৎপাদন বাড়াতে হবে।তিনি আরও বলেন, শুধু সবজি উৎপাদন বাড়ালেই হবে না, তার সঙ্গে উৎপাদিত সবজি হতে হবে নিরাপদ।মানুষ এখন অনেক সচেতন।তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সবজি রাখে।আমিষের সঙ্গে সবজিরও যে প্রয়োজন আছে তা এখন মানুষ বুঝতে পেরেছে।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের এইবারের নির্বাচনে নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা কথা উল্লেখ আছে।তাই জনগণের কাছে আমাদের এই দায়বদ্ধতা পূরণ করতে আমাদের সবাইকে যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে হবে।মানুষকে নিরাপদ খাদ্য না দিতে পারলে আমাদের সব অর্জন বৃথা হয়ে যাবে।তাই সবার আগে নিরাপদ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বাণিজ্যমিন্ত্রী টিপু মুনশি, কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর গোলাম মোর্শেদ হালিম, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. কবির একরামুল, কৃষি সম্প্রসারণ

অধিদফতরের মহাপরিচালক অমিতাভ দাসসহ অনেকে। জাতীয় সবজি মেলা ২০১৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

সবজি মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, আগামীতে কৃষিতে আমাদের স্লোগান হবে 'নিরাপদ সবজি করব চাষ, রফতানি করব বার মাস। তিনি বলেন, আমরা কৃষি পণ্য অধিকহারে বিদেশে রফতানি করতে পারি না।তাই আমাদের রফতানি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।দেশের ৪২ শতাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে জড়িত।তাই খাতকে আরও উন্নত করতে হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের উৎপাদনের ৩৪ ভাগ সবজি নষ্ট হয়ে যায়।তাই আমরা যদি এই নষ্টের হার ১০ ভাগে কমিয়ে আনতে পারি। তাহলেও আমরা এটা বিদেশে রফতানি করতে পারব।আমরা ৬৯০ মিলিয়ন ডলার সবজি বিদেশে রফতানি করি।এটা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী সবজি মেলায় রাজধানীর ফার্মগেটে কেআইবি চত্বরে ৭১টি স্টল ও ৫টি প্যাভেলিয়ন স্থান পেয়েছে।২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত জাতীয় সবজি মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।বৃহস্পতিবার সকালে র‍্যালির মাধ্যমে মেলার কার্যক্রম শুরু হয়।কৃষি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৪তম জাতীয় সবজি মেলা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়।সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।রেজি: নং ডিএ ৭৯৬।কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ॥ Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com

প্রকাশনার ৬৯ বছর
সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র

অনলাইন | আজকের পত্রিকা | ই-পেপার
পুরনো সংখ্যা | ক্লিক করুন

মঙ্গলবার, ২৯ জানুয়ারী ২০১৯, ১৬ মাঘ ১৪২৫, ২২ জমাউল আওয়াল ১৪৪০

রপ্তানি বহুমুখীকরণে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে

কৃষিমন্ত্রী

সংবাদ : | নিজস্ব বার্তা পরিবেশক | ঢাকা , শুক্রবার, ২৫ জানুয়ারী ২০১৯

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, রপ্তানি বহুমুখীকরণে দেশের কৃষি খাত বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।গতকাল রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটরিয়ামে জাতীয় সবজি মেলার সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

গতকাল কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সবজি মেলা -সংবাদ

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জন্য এখন দুটি চ্যালেঞ্জ।জনগণের জন্য পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের অধিকাংশই তাদের আয় দিয়ে সবজি, ডিম ও দুধসহ প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য কিনে খেতে পারে না। তাই সম্ভাবনা থাকলেও দেশের অভ্যন্তরে কাঙ্ক্ষিত কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে না।এতে অনেকক্ষেত্রে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ও রপ্তানি বাড়াতে পারলে দেশের বাজারও সম্প্রসারণ হবে।কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দাম পাবে।আরও বাড়বে কৃষি উৎপাদন।নিশ্চিত হবে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের যোগান।

শুধু সচেতনতার অভাবে দেশের মানুষ সবজি খায় না, এ কথার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে মন্ত্রী বলেন, মানুষ এখন অনেক সচেতন।তারা সব কিছু কিনতে চায়।কিন্তু ক্রয়ক্ষমতার অভাবে বাজারে কম দামের মুলার মতো পণ্য ছাড়া অন্য কিছু কিনতে পারে না।যা কৃষি উন্নয়নের অন্তরায়।এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই কৃষিকে এগিয়ে নিতে হবে।লক্ষ্য পূরণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে কাজ করার পলিসি নির্ধারণ করতে হবে।আর এ জন্য কৃষি খাতের সকলের সহযোগিতার কোন বিকল্প নেই।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে নির্ধারিত 'পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বছরব্যাপী নিরাপদ সবজি চাষ' বিষয়ে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. গোলাম মোর্শেদ আবদুল হালিম। আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য ড. এমএ সাত্তার ম-ল, হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনজুরুল হান্নান ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা ড. মো. আবদুল জলিল ভূঁঞা।স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হক।

কৃষিমন্ত্রী এর আগে কেআইবি চত্বরের তিন দিনের জাতীয় সবজি মেলা ২০১৯ এর উদ্বোধন করেন।তিনি এ সময় অতিথি ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মেলার বিভিন্ন স্টল ও প্যাভেলিয়ন ঘুরে দেখেন।মেলা উপলক্ষে সকালে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে শুরু করে কেআইবি চত্বরে শেষ হয়।মেলায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৭১টি স্টল ও ৫টি প্যাভেলিয়ন অংশ নিচ্ছে।সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য মেলা উন্মুক্ত থাকছে।মেলা চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।'নিরাপদ সবজি করব চাষ, পুষ্টি মিলবে বার মাস' প্রতিপাদ্যে চতুর্থবারের মতো এ মেলার আয়োজন করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়।